এ লজ্জা আমাদের

বাংলাদেশ টানা পঞ্চমবারের মতো দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বার্লিন ভিত্তিক দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল) এই রায় দিয়েছে। রিপোর্টে বিশ্বের ১৫৯টি দেশের দুর্নীতির 'ধারণা সূচক' প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে সাদ (আফ্রিকার একটি ক্ষুদ্র দেশ) ও বাংলাদেশ ১.৭ পয়েন্ট পেয়ে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেছেন, এটাকে গুরুত্ব দেয়ার কিছু নেই। বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব মান্নান ভুঁইয়া পরে প্রতিক্রিয়া জানাবেন বলে জানিয়েছেন। এতো গেল তাদের কথা। প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে বাংলাদেশ ৫ বছর ধরে চ্যাম্পিয়ন হওয়া শুরু করেছে এর কারণ কি? বাংলাদেশে বিগত ২৫ বছর ধরে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করেছে। বিগত ২৫ বছরে কি পরিমাণ টাকা চুরি হয়েছে শুনলে আঁতকে উঠতে হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলাদেশের দুর্নীতি শীর্ষক' গ্রন্থে বলা হয়েছে, গত ২৫ বছরে চুরি হয়েছে ৮০৯ কোটি টাকা, আত্মসাৎ হয়েছে ১০৫ কোটি টাকা, অপচয় হয়েছে ২ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা, বিধিবহির্ভূত ৩ হাজার ৩৬২ কোটি টাকা, সরকারি অনাদায়ী অর্থ ১১ হাজার ৯৫ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ১৭ হাজার ৮৭৯ কোটি টাকা। তাহলে ভাবুন, এ দেশে আমরা কীভাবে টিকে আছি?

খন্দকার মনজুরুল হক
মিরপুর, ঢাকা

যাকাতের শাড়ি লুঙ্গি

প্রতিবছর রমজান মাস এলেই পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখা যায় 'এখানে যাকাতের কাপড় পাওয়া যায়।' মুসলমানদের মধ্যে যারা সামর্থ্যবান তাদের জন্য যাকাত ফরজ বা আবশ্যকীয়। যিনি যাকাত কাঠামোর মধ্যে পড়েন তিনি নগদ অথবা দ্রব্যের মাধ্যমে যাকাত বিতরণ করতে পারেন। কিন্তু যাকাতের জন্য নির্দিষ্ট করে কাপড় তৈরি প্রশ্নের জন্ম দেয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যাকাতের শাড়ি-লুঙ্গি হিসেবে যা বাজারে পাওয়া যায় তা অত্যন্ত নিম্নমানের। যেমন মাপে ছোট, রঙ থাকে না এবং মান অত্যন্ত নিম্ন। যারা যাকাত হিসেবে এসব শাড়ি-লুঙ্গি বিতরণ করেন তা প্রাপকের তেমন কাজে লাগে না। তাহলে যাকাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য পালিত হয় কী! যাকাতের প্রাপক যা পান তা তার অধিকার হিসেবে পান। কারো দয়ার দান নয়। তাহলে যাকাতের শাড়ি, লুঙ্গি হিসেবে নিম্নমানের জিনিস বিতরণ হবে কেন? আমার ধারণা, এসব নিম্নমানের শাড়ি-লুঙ্গির বদলে বরং নগদ অর্থ বিতরণ করাই শ্রেয়। আমাদের পাঠকেরাও আমার সঙ্গে একমত পোষণ করবেন বলে আমি মনে করি।

আখতারুল আলম বাবলু
লোহাগড়া, নড়াইল

gš¿x‡`i `vg ev‡o RbM‡Yi K‡g

সম্প্রতি মন্ত্রীদের বেতনভাতা আরো এক দফা বাড়ানোর সমালোচনার প্রেক্ষিতে বিএনপির একজন gš¿x বলেছেন, 'আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বেতন মাত্র ৫০০ ডলার'- একথা বিদেশে গিয়ে বলতে নাকি তাদের লজ্জা লাগে।
মাননীয় মন্ত্রী আমাদের দারিদ্র্যতা, মানবেতর জীবনযাপন, বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মরা, বেকারত্বের অভিশাপ ইত্যাদির কথা নাই বা বললাম, আপনাদের 'বিদেশের সেরা' আমেরিকার কথাই বলি- আমেরিকার মাথাপিছু আয় ৩৫,০০০ ডলার। যা আমাদের চেয়ে প্রায় ১০০ গুণ বেশি। সুতরাং আমেরিকার মন্ত্রী যদি ১ কোটি টাকার গাড়িতে চড়েন, কোটি টাকার সুবিধাদিসহ ১ কোটি টাকার বাড়িতে থাকেন, তাহলে আনুপাতিক হারে আমাদের মন্ত্রীর চড়তে হয় ১ লাখ টাকার গাড়িতে, থাকতে হয় ১ লাখ টাকার সুবিধাদি সমেত ১ লাখ টাকার বাড়িতে। বিদেশ ভ্রমণ, যাতায়াত, চিকিৎসা ইত্যাদি খাতে আমেরিকার মন্ত্রী যদি ১ কোটি টাকা খরচ করেন, তাহলে ইত্যাদি খাতে আমাদের মন্ত্রীদের জন্য বরাদ্দা থাকা উচিত ১ লাখ টাকা। বিদেশ গিয়ে আমেরিকার মন্ত্রী যদি ১ লাখ টাকা দামের হোটেলে থাকেন, তাহলে আমাদের মন্ত্রীর থাকা উচিত ১ হাজার টাকা দামের হোটেলে। খবরে প্রকাশ, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বহরের একটি গাড়ির দাম সাড়ে চার কোটি টাকা। আড়াই বছরের বিদেশ ভ্রমণ খরচ ১৬ কোটি ৫২ লাখ টাকা (মাসিক ৫৪ লাখ টাকা)। তা ছাড়াও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর রয়েছে ব্যয়বহুল একাধিক বাসভবন ও কার্যালয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী সমীপে বলছি- এসব খাতের অবস্থা এবং খরচের একটা তুলনামূলক হিসাবচিত্র দাঁড় করিয়ে দেখবেন তো, এ সবের জন্যও আপনাদের একটু লজ্জা লাগে কি না।

আবুল হাসেম
ত্রিপলি, লিবিয়া

লুণ্ঠিত মানবতা

দেশের বিভিন্ন স্থানে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে ধর্ষণ, গণধর্ষণের মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। ৫ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার শীলপাড়া গ্রামের বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্রী ও স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষিকা এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়েছেন। জানা যায়, ওই শিক্ষিকা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি চক্র জোরপূর্বক নিকটস্থ একটি জমিদার বাড়িতে নিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায় পরে নগ্ন ছবি ভিডিওতে ধারণ করে। আমরা ভুলে গেছি অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে উভয়ই সমান অপরাধী। সুতরাং i"‡L দাঁড়াতে হবে এসব অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে এদের মোকাবেলা করতে হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের মা-বোনদের।

এটিএম সেলিম
জাঙ্গালহাটা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

ক্ষুধা ও জীবন

ছাতিম ফুলের গন্ধে মৌ মৌ করা বাতাস, স্বল্প আলোয় সোনাঝরা বিকাল, শান্ত নদীতে পাল তোলা নৌকা, নীল আকাশ, সাদা মেঘের ভেলা, কাশবন, শিউলি ফোটা ভোর- আসছে দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, দীপাবলী, ভাইফোঁটা- শুধুই উৎসবের দিন। নতুন কাপড়, মজার সব খাবার। কিন্তু যখন ক্ষুধার জ্বালায়, তীব্র বঞ্চনায় দীপালিরা চলে যায় তখন সব উৎসবই মিথ্যা মনে হয়। ঘটনা এ রকম : কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার শ্যামলঘেরা গ্রাম ভরাডুল থেকে দীপালিরা ভৈরবে এসেছিল কিছুটা ভালো দিনের আশায়। কিন্তু দারিদ্র্য পিছু ছাড়েনি ওদের। পঙ্গু বাবা, প্রতিবন্ধী দুই ভাইসহ ৮ জনের সংসারে এতোই দারিদ্র্য ছিল যে তারা পালা করে খেত। ওই দিন দুপুরের পালা ছিল দীপালির কিন্তু তার প্রতিবন্ধী এক ভাই ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে দীপালির ভাগের খাবার খেয়ে ফেলে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সহ্য করেছিল দীপালি। কিন্তু তার পর আর পারেনি। ক্ষুধার জ্বালা থেকে চিরদিনের মতো ছুটি নিয়ে স্বেচ্ছায় চলে গেছে সে। (৫ অক্টোবর প্রথম আলো)। দেবতা ও চলে যাওয়া

স্বজনদের উদ্দেশে কার্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলা আকাশ প্রদীপ জ্বালানো হয়। কিন্তু যার শ্রাদ্ধই সারতে হয়েছে একটিমাত্র মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে, তার জন্য কে সারা মাস আকাশদীপ জ্বালাবে?

মনোজ ভৌমিক
কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আর এর জনসংখ্যার ঘনত্ব এতো বেশি যে চারদিকে আজ পুষ্টিহীনতা, দারিদ্র্য, অগোছালো অবস্থা বিরাজ করছে। শুধু অধিক জনসংখ্যা এর জন্য এককভাবে দায়ী না হলেও অনেকটা দায়ী। বিশেষ করে স্বল্প শিক্ষিত এবং নিরক্ষর শ্রেণীর ঘরে সন্তান জন্মদানের হার বেশি। আমরা সবাই একবার যদি ভাবি, এ দেশের জনসংখ্যা যদি কেবল ৫ কোটি হতো! আহ্, কত ভালোই না হতো! জন্মহার বৃদ্ধি রোধ করো- এটা হতে পারে একটি সামাজিক আন্দোলন। এ দেশের সরকারকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তেমন আন্তরিক বলে মনে হয় না। গ্রামাঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে বন্ধই বলা চলে। আজ মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বলে কোনদিক সামাল দেয়া যাচ্ছে না, যেহেতু আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল। একজন দরিদ্র কৃষক বা কর্মজীবীর ঘরে ৫ থেকে ৬ জন ছেলেমেয়ে থাকলে তার অবস্থা কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। সে তাদের না দিতে পারবে সুশিক্ষা, ভাত-কাপড়, না পারবে জীবনের স্বাদ উপভোগ করাতে। তাই আজ নিজেদেরই সচেতন হতে হবে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের হাত থেকে এ দুর্বল অর্থনীতির দেশকে বাঁচানোর জন্য।

আবুল কালাম
বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম

ওদের কথা ভাবতে হবে

মঙ্গাপীড়িত উত্তরাঞ্চল। এ অঞ্চলের উৎপাদিত চাল, ডাল দিয়ে অন্যান্য অঞ্চল তুষ্ট থাকে। অথচ এ এলাকার মানুষদের হেয়প্রতিপন্ন করা হয়। আমি পুরো বাংলাদেশের মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি- উত্তরাঞ্চলের দিকে তাকিয়ে দেখুন না, এখানে কটা শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। যার ওপর ভিত্তি করে মঙ্গা কবলিত মানুষগুলো বেঁচে থাকবে! প্রতিবছর পত্র-পত্রিকায় একই চিত্র অনাহারে-অর্ধাহারে কঙ্কালসার মানুষগুলোর দৃশ্য। তবু প্রশাসনের টনক নড়ে না। প্রবাসী ও স্বদেশীরা সাহায্য দেয়। চার-পাঁচ হয়তো তারও বেশিদিন অনাহারে থাকা মানুষগুলোর মুখে অন্ন ওঠে না। প্রতিবছর একই দৃশ্য দেখে শুধুই কি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবো! এর কি কোনো স্থায়ী সমাধান হবে না? সরকার ও সুধী মহলের প্রতি আমাদের আবেদন, এ অঞ্চলে বৃহদাকার শিল্পকারখানা স্থাপন করে অনাহারী মানুষগুলোর অন্ন সংস্থান করুন।

আয়শা রহমান
তাপসী রাবেয়া হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

ওসির ক্ষমতা!

বর্তমান ওসি রফিক কলেজছাত্র মোমেন হত্যাকারী। কিন্তু এ খুনের আগে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় তার ইতিহাস জানতে পারি। ১. সিআইডিতে চাকরিকালীন এক ট্রাক বেনসন সিগারেট গায়েব করে দিয়েছিলেন। তাই তার নাম হয়েছে বেনসন রফিক। ২. জুরাইনের ব্যবসায়ী আলম সাহেবের হত্যাকারীদের সঙ্গে ওসি রফিকের দহরম-মহরম ছিল। ৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শিক্ষকের একটি বিরাট ভবন সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিয়ে ওসি রফিক দখল করে নিয়েছেন। ৪. দৈনিক পত্রিকা এবং গোয়েন্দা সংস্থাও খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারে, ওসি সাহেব উত্তর ইব্রাহিমপুরে ২ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। এ ছাড়াও বেনামে অনেক সম্পত্তি রয়েছে। ৫. ওসি রফিক তার ব্যক্তিগত গাড়ির ড্রাইভারের কাছে (পুলিশ নয়) তার অস্ত্র রাখতেন এবং ড্রাইভারকে দিয়ে প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি করাতেন। রফিক সাহেব এত কুকীর্তি করার পরও তার চাকরি কীভাবে এতোদিন ছিল তা আমাদের বোধগম্য নয়! তার দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কী জানতেন না! সেলুকাস! কি বিচিত্র আমাদের পুলিশ প্রশাসন।

মতিউর রহমান
মগবাজার, ঢাকা

ফুটপাত তুমি কার

হকারদের অত্যাচারে অনেকে ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছে। হাউজ বিল্ডিং থেকে নবাবপুর এলাকা পর্যন্ত ফুটপাত সন্ত্রাসী, হকারদের দখলে। আইন আছে, ফুটপাতে পথচারীদের চলাচলে কেউ কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। অথচ গুলিস্তান পুলিশ ফাঁড়ির সামনে, ফার্মগেট এলাকায়

দৃষ্টি আকর্ষণ

4 b‡e¤i mvßvwnK 2000-Gi C` msL¨v 2-G

Ô÷viwkc ivbv wmwÏKv Kex‡ii 15 †iwmwcÕ kxlK †iwmwc¸‡jv wQj ÷viwk‡ci weÁvcb gvÎ| wmwÏKv Kexi eZgv‡b ïagvÎ †bm‡j evsjv‡`k wjwg‡U‡W Kwj bvix Kbmvj‡U›U wn‡m‡e KgiZ| উল্লেখ্য সিদ্দিকা কবীরের GB †iwmwc¸‡jv ÷viwkc Kb‡WÝ wgé c‡R‡± _vKvKvjxb mg‡q ˆZwi Kiv|

we. m

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সব তথ্য

- হাই আদনান, রেজাল্ট কী করলি ?
- ভালো করতে পারিনি, দোস্। মাত্র ৪.৮৮। তোর খবর কী ?
- আমারও একই অবস্থা, ৪.৯২। ভর্তি হবি কই, ঠিক করেছিস?
- আব্বুর পছন্দ ইঞ্জিনিয়ার, আম্মুর ডাক্তার আর আমার পছন্দ বিবিএ।
- তাহলে সাবজেক্ট পছন্দ নিয়ে তো বেশ ফ্যাসাদেই আছিস।
- একদিকে ভর্তির প্রিপারেশন, অন্যদিকে ভর্তির সার্কুলারের জন্য দৈনিক চার পাঁচটা পত্রিকা দেখা, ...। আসলেই গ্যাঁড়াকলে আছি, দোস্।
- আরে বোকা, এটা কোনো সমস্যাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্কুলারসহ সব তথ্য একসঙ্গে পাবি ভার্সিটি এডমিশন ডট কমে।

www.VarsityAdmission.COM